দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি

সর্বোচ্চ ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনের সুযোগ থাকছে

এম এইচ রবিন ■

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবেন। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি-প্রক্রিয়া আগের বছরের চেয়ে সহজতর করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পছন্দের তালিকা বাড়ানো হচ্ছে। মেধাতালিকা প্রকাশেও এবার পৃথক পদ্ধতি আসছে। এতে করে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়বেন না বলে আশা করছে বোর্ড। এ ছাড়া এবার ভর্তিতে আসন সংকট হবে না। আসনের তুলনায় শিক্ষার্থী পাস করেছেন অনেক কম। তবে ভালো কলেজগুলোয় প্রতিযোগিতা থাকবে বরাবরের মতো।

উল্লেখ্য, সারাদেশে ৪ হাজার ৪৪৬টি কলেজে ১৯ লাখ ৬৬ হাজার আসনে ভর্তি নেওয়া হবে একাদশ শ্রেণিতে। আর এ বছর এসএসসি পাস করেছে সাকল্যে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আসফাকুস সালেহীন গতকাল আমাদের সময়কে জানান, এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে গত বছরের নানাবিধ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০১৬ জারি করেছে ১২ মে বৃহস্পতিবার। এতে বলা হয়েছে– একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন শুরু হবে আগামী ২৬ মে। ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ জুন। ভর্তি শুরু হবে ১৮ জুন। ১০ জুলাই থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

সর্বোচ্চ ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ক্লাস শুরু হবে। ড. আসফাকুস সালেহীন জানান, এ বছর একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ১০টি এবং অনলাইনে ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে হবে। এসএমসে ১০টি বেশি নয়; আবার অনলাইনেও ১০টির বেশি করা যাবে না। দুইটি পদ্ধতিতে ১০টি করে মোট ২০টি কলেজ পছন্দ দিতে পারবে ভর্তিচ্ছুরা।

কেন এই সুযোগ বাড়ানো হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে এই কর্মকর্তা বলেন, গত বছর অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনেক বিড়ম্বনায় পড়েছেন। অনেকে পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। আবার কিছু কলেজ অসাধুপন্থা অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক ভর্তি নিতে চেষ্টা করেছেন। এজন্য পছন্দের তালিকা বড় হলে সেখান থেকে তার কোনো না কোনোটিতে মেধা তালিকায় স্থান পাবে।

এ বছর আরেকটি দিক হলো মেধাতালিকা প্রকাশেরও ভিন্ন পথ অবলম্বন করছে শিক্ষাবোর্ড। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী যেসব পছন্দের কলেজে আবেদন করবে তার সবকটিতেই তার মেধাতালিকায় ক্রমিকভাবে নাম যাবে; হয়তো কোনোটিতে সে ১ নম্বরে, কোনোটায় ৩০ নম্বরে আবার ২০০ নম্বরে। সেই শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত নেবে সে কোথায় ভর্তি হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভর্তির পর আর তাকে মাইগ্রেট করতে হবে না। এর কারণ- গত বছর অনেক শিক্ষার্থী এক কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দ্বিতীয় মেধাতালিকায় অন্য কলেজে সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে ভর্তি হতে গিয়ে আগের কলেজের দেওয়া টাকা-পয়সা লগ্নি দিতে হয়েছে। কিছু কলেজ কর্তৃপক্ষ অনৈতিকভাবে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে বলেও অভিযোগ ছিল গত বছর। কলেজ নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় এই সুযোগ পেয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এবার সেটি করার সুযোগ থাকবে না, শিক্ষার্থীরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে জানান ড. সালেহীন। মফস্বল-পৌর (উপজেলা) এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেশন চার্জসহ সর্বসাকল্যে এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২ হাজার টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩ হাজার টাকার বেশি ফি নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে ভর্তিনীতিমালায়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, অনলাইনে ১৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিয়ে সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে আবেদন করা যাবে। অনলাইনে একবারই আবেদন করা যাবে। এসএমএসের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রতি কলেজের জন্য ১২০ টাকা ফি দিতে হবে। এসএমএসে ১০ কলেজে ভর্তির আবেদনে শিক্ষার্থীকে এক হাজার ২০০ টাকা খরচ করতে হবে। বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও এসএসসির ফলের ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অনলাইন ও টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে এসএমএসে ভর্তির আবেদন করা যাবে ২৬ মে থেকে ৯ জুন পর্যন্ত। অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা iii.রিপষধংংধফসরংংরড়হ.মড়া.নফ

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তিতে ৫ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও এমপিওবহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি বাবদ বাংলা মাধ্যমে ৯ হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান ৩ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অনুমোদিত ফির বেশি নেওয়া যাবে না উল্লেখ করে নীতিমালায় বলা হয়েছে, ভর্তি নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বাতিলসহ এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।